বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বিষয় : আমানত বা বিশ্বস্ততা

শাইখ আলী ইবনে আবদুর রাহমান আল হুদাইফি

তারিখ: ১৫-৭-১৪২৪ হিজরী।

সমস্ত প্রশংসা সর্বজ্ঞানী, মহা সহিষ্ণু, মহাধিপতি, অতিশয় পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাধিকারী, সার্বিক সংরক্ষক, মহা পরাক্রমশালী, অতীব মহিমান্বিত, প্রবল ক্ষমতাধর আল্লাহ তাআলার জন্য। তারা যা কিছুকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে তিনি তা হতে পবিত্র। মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার আনুগত্যের জন্য তাই তাদের উপর তার আনুগত্যকে ফরয করে দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার বান্দাহ ও রাসূল, তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মনোনয়ন করে তার উপর সুস্পষ্ট নূর অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁকে সঠিক সরল পথের হেদায়াত দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,“ **আমরা আসমান সমূহ, যমীন ও পর্বতমালার উপর এ আমানত পেশ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং তা হতে শংকিত হয়েছে। আর মানুষ তা বহন করে নিল। নিশ্চয়ই সে অতিশয় যালিম ও অতীব অজ্ঞ। আর এটা এজন্য যে, যাতে আল্লাহ মুনাফিক নর ও নারী এবং মুশরিক নর ও নারী শাস্তি দিতে পারেন আর মুমিন নর ও নারীর তওবা গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।**”[সূরা আল আহযাব-৭২,৭৩]

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এমন বিশাল ও ভারী বোঝা, দায়িত্ব ও মারাত্মক কাজ পেশ করেছেন যা থেকে তারা আশংকিত ও ভীত বিহ্বল হয়ে যায়, ফলে তারা এ আমানত বহন করতে অস্বীকৃতি জানায়। আল্লাহর আযাবের ভয় এ দায়িত্ব গ্রহণ থেকে তাদেরকে বারণ করে থাকে। অতঃপর এ আমানত আদম (আঃ) এর নিকট পেশ করা হয় তিনি তা গ্রহণ করেন ও বহন করেন, সুতরাং যে ব্যক্তি এ আমানতের ক্ষেত্রে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেবে সে প্রকৃত পক্ষে মহা যালিম ও নিরেট অজ্ঞ লোক, আদম (আঃ) মূলত যালিম ও জাহিল ছিলেন না।

এ আমানতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,“আমানত দ্বারা এখানে ফারায়েদ বা অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ বুঝানো হয়েছে। এ গুলো পালন করলে তাদেরকে সাওয়াব দেয়া হবে পক্ষান্তরে এ গুলো পালন না করে

বিনষ্ট করলে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিবেন। এটা জানার পর আল্লাহর অবাধ্য না হয়েই ভীত ও শংকিত হয়ে পড়ল। তাই তারা আল্লাহর দ্বীনের মহত্ব রক্ষা করার জন্য এটা বহন করতে অস্বীকৃতি জানাল। ”

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন,“ বিভিন্ন তারকারাজি ও আলোকবর্তিকা দ্বারা সুসজ্জিত সাত আসমান ও মহা আরশের বহনকারীদেরকে বলা হল তোমরা কি আমানত ও এতে যা রয়েছে তা বহন করতে রাজী আছ? তারা জিজ্ঞেস করল, তারা বলল, না , আমরা বহন করতে পারব না। অতঃপর এ বিশাল ও শক্তিশালী সাত যমীনের নিকট এ আমানত পেশ করা হল। যমিনকে বলা হল , তুমি কি এ আমানত ও এতে যা রয়েছে বহন করবে ? যমিন জিজ্ঞেস করল এতে আবার কি রয়েছে? তাদের বলা হল এতে রয়েছে যাদি ভাল কর তাহলে প্রতিফল স্বরূপ সাওয়াব পাবে আর যদি খারাপ করে থাক তার শাস্তি পেতে হবে। যমিন উত্তর দিল না । আমি বহন করতে পারব না। অত:পর পর্বতমালার উপর পেশ করা হল। পর্বতমালাও তা আস্বীকার করল।

হে আল্লাহর বান্দাহগণ ! আয়াতে আমানত বলতে শরীয়তের সকল দায়িত্ব কে বুঝানো হেয়ছে। যা আল্লাহ এবং বান্দার হক সমূহকে শামিল করে। সুতং যে ব্যাক্তি তা যথাযথভাবে আদায় করতে পারল তার জন্য রয়েছে প্রতিদান ও সাওয়াব। পক্ষান্তরে যে এ আমানত বিনষ্ট করল সে শাস্তির উপযুক্ত হল।

ইমাম আহমাদ , বায়হাকী , ইবনে আবি হাতেম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন ,“নামায আমানত , অযু আমানত , ওজন আমানত , পরিমাপ আমানত এভাবে তিনি অনেক জিনেস উল্লেখ করেন এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গচ্ছিত বস্তু। আবু দারদা (রা:) বলেন ,“অপবিত্রতা থেকে গোসল করা আমানত। যে ব্যাক্তি পরিপূর্ণ আমানতের ভূষণে ভূষিত হল সে তার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম হল। আর যে আমানতের গুন হারিয়ে ফেলল সে তার দ্বীন হারিয়ে ফেলল বা পরিত্যাগ করল। ইমাম তবারানী ইবনে ওমর (রা:) হাদীসে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন ,“যার আমানত নেই তার ঈমান নেই”। ইমাম আহমাদ , বাযযার ও তবারনী আনাস (রা:) এর হাদীসে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন ,“ যার আমানত নেই তার ঈমান নেই ,যার অঙ্গিতার নেই তার দ্বীন নেই।”

এই কারনেই আমানত নবী রাসূল ও আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দাদের গুনাবলীর অন্তর্গত। আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে নুহ ,হুদ ও সালেহ (আ:)

সম্পর্কে বলেন ,"এরা সবাই সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এভাবে বলেছিল আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল বা দূত। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।" সুতরাং যখনই আমানত ত্রুটিপূর্ণ হবে ঈমান ও ত্রুটিপূর্ণ হবে। হুযইফা (রা:) এর হাদীসে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন , তিনি বলেন ,রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ,"মানুষদের অন্তরের অন্তস্থলে আমানতকে নাযিল করা হয় অত:পর কুরআন অবতির্ণ হয় ফলে তারা কুরআন হতে শিক্ষা গ্রহন করে এবং সুন্নাহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। অতঃপর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে আমানত উঠিয়ে নেয়ার প্রসঙ্গটি আলোচনা করেন,তিনি এরশাদ করেন," একজন লোক হালকা ভাবে কিছুক্ষণ ঘুমাবে তখন তার অন্তর হতে আমানতকে উঠিয়ে নেয়া ফলে আমানতের ছাপ বা অবশিষ্ট অংশ তার অন্তরে হালকা দাগ বা চিহ্নের মত হয়ে বসে থাকবে। অতঃপর সে যখন আবার ঘুমাবে তার অন্তর হতে পূণরায় আমানতকে উঠিয়ে নেআ হবে ফলে আমানতের ছাপ তার অন্তরে হাতের ঠোসা মত হয়ে যাবে। যেমনিভাবে কোন জলন্ত অংগারকে পায়ের উপর ছেড়ে দিলে তুমি দেখবে তা পরে যেতে কিন্তু তাতে ঐ স্থান ফুলে যায় এবং তাতে আঘাতের চি তুমি লক্ষ্য কর অথচ এতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। অত:পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি ছোট পাথর নিয়ে তা স্বীয় পায়ের উপর ছেরে দিলেন ফলে মানুষেরা পরস্পর লেন দেন ও বেচাকেনা শুরু করবে। তাদের মধ্যে একজনও এমন হবেনা যে তার নিকট আমানত আদায় করে থাকবে। বরং এভাবে বলা হবে যে অমুক অমুক গোত্রের মধ্যে একজন আমানতদার লোক রয়েছে। আর তাদের মধ্যথেকে একজন লোককে বলা হবে আশ্চর্যজনক বুদ্ধিমান , চালাক ও চতুর অথচ তার অন্তরের মাধ্যে এক শরিষা পরিমানও ঈমান অবশিষ্ট থাকবে না।" ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন -৬৪৯৭।

মোদ্দা কথা হচ্ছে কোন লোক যকন আমানতকে নষ্ট করার ইচ্ছা করবে দ্বীনের ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায়ের ক্ষেত্রে অবহেলা করার মাধ্যমে , আল্লাহর বান্দাহদের হক সমূহ খেয়ানত করার মাধ্যমে কথন ঐ ব্যক্তির অন্ত রথেকে আল্লাহ তা'লা আমানত উঠিয়ে নেআর মাধ্যমে তাকে শাস্তি দিবেন। অনর্থক কোন কারণ ছারা কারো অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হতে মহিয়ান আল্লাহ তা'লা পবিত্র। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেছেন ,"যখন তারা বক্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দেন আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।" আলোচ্য হাদীসের শেষাংশ থেকে

প্রতিয়মান হয় যে আমানতই হচ্ছে ঈমান। আর দ্বীন ও দ্বীনের অপরিহার্য কাজসমূহ হচ্ছে প্রকৃত আমানত। সুতরাং তাওহীদ হচ্ছে আমানত , সালাত ,যাকাত , সিয়াম ,হজ্জ , আত্মীয়তার সম্পর্ক , সৎকাজের আদেশ , অসৎ কাজ হেত নিষেধ , সম্পদ এ সব কিছু আমানত। চক্ষু আমানত সুতরাং এর মাধ্যমে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজের দিকে তাকানোর চেষ্টা করো না। হাত আমানত , লজ্জা স্থান আমানত ,পেট আমানত সুতরাং হালাল ব্যতীত হারাম খেও না। সন্তান সন্ততি , স্ত্রী পরিজন আমানত এদের অধিকার বিনষ্ট করো না। নরীদের উপর স্বামীর অধিকার আমানত। বান্দার সকল প্রকার অধিকার আমানত । সুতরাং এতে ঘাটতি করো না। এজন্যই আল্লাহ তা'লা আমানত আদায় ও তার হক যথাযথভাবে পালনের জন্য বিশাল প্রতিফলের ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন ,"আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গিকার রক্ষা করে তাদের নামায সমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে তারাই প্রকৃত উত্তরাধিকারী। যারা ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে তথায় তারা চিরস্থায়ী হবে।"[সূরা আল মুমিনুন-৮]

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন ,রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন ,"তোমরা ছয়টি জিনিসের জামিন হও আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জামিন হব। আমি জিজ্ঞেস করলাম এ ছয়টি কি আল্লাহর রাসূল ? তিনি বললেন ,"ছালাত , যাকাত , আমানত, লজ্জাস্থান ,পেট ও জিহ্বা।"ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন, হাফেয মুনযিরী বলেছেন সনদটিতে তেমন অসুবিদা নেই। হাদীসে আরও এসেছে সর্বপ্রথম তোমরা তোমাদের দ্বীন হতে যা হারাবে তা হচ্ছে আমানত। আর সর্বশেষ তোমরা তোমাদের দ্বীন হতে যা হারাবে তা হচ্ছে সালাত।" সুতরাং আমানাতের ক্ষেত্রে অবহেলা ও ঢিলেমি এবং দ্বীনের ওয়াজিব বিনষ্ট করা মূলত মানুষের অবস্থার মাঝে বিপর্যয় ও ত্রুটি বিচ্যুতি সৃষ্টি করে এবং মানব জীবনকে তিক্ত ও বিষাক্ত করে তুলে, সামাজিক সকল বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়, জাতীয় স্বার্থ ও কল্যাণকে আশংকাগ্রস্ত ও ব্যর্থতায় রুপান্তরিত করে। গোটা পৃথিবীকে ধ্বংসলীলার দিকে ঠেলে দেয়। রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যখন কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি এরশাদ করেছেন,"যখন আমানত নষ্ট করা হবে তখন তোমরা কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা কর।" বুখারী। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাহগণ! আমানতের সংরক্ষণ কর। আল্লাহ তাআলা বলেন," আর তারা যারা তাদের আমানতসমূহ ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী এবং যারা নিজেতের নামায সংরক্ষণকারী তারাই উদ্দানসমূহে সম্মানিত হবে।" [সূরা

আল মাআরেজ-৩২]

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানাত সমূহ তাদের অধিকারীদের কাছে আদায় করে দিতে। আর যখন তোমরা মানুষদের মাঝে বিচার ফয়সালা কর তখন তোমরা ন্যায় বিচার কর। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। [সূরা আন নিসা-৫৮]

এ বরকতময় আয়াতটি সকলপ্রকার আমানতকে একত্রিত করে বর্ণনা করেছে। বিশাল বিশাল আমানত সমূহের অন্যতম হচ্ছে চাকুরী ও পদ মর্যাদার আমানত। সুতরাং যে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদয় করল, এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করল যে উদ্দেশ্যে মূলত এ সব চাকুরী পদ মর্যাদার উৎপত্তি সে মূলত নিজের জন্য এবং মুসলিম জামাআতের জন্য সার্বিকভাবে কল্যাণ কামনা করল। এবং তার পর কালের জন্য উত্তম কাজের ব্যালেন্স করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি চাকুরী ও পদমর্যাদার হক ও দায়িত্ব পালন করল না সে মূলত তার সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহর বান্দাদের স্বার্থ ও হক আদায় করল না।আর যে এর মাধ্যমে ঘুষ গ্রহণ করল, অথবা মুসলমানদের সম্পদ অবৈধভাবে পকেটে পুরালো সে নিজেকেও ধোকা দিল, এবং নিজের জন্য এমন পাথেয় অর্জন করল যা তাকে ধ্বংস করে দিবে।

সহীহ মুসলিমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এভাবে এসেছে,তিনি বলেন," যখন কিয়ামতের দিন সকল মানুষদেরকে একত্রিত করা হবে তখন প্রত্যেক গাদ্দার বা প্রতারকের সাথে নিশানা বা পতাকা উড্ডীন করা হবে। আর বলা হবে এটা হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুকের প্রতারণার নিশান।"

জঘন্যতম আমানাতের অন্যতম হচ্ছে গচ্ছিত সম্পদ ও অধিকার সমূহ যার ব্যাপারে মানুষ তোমাকে আমানতদার মনে করে তোমার কাছে তা রেখেছে। ইমাম আহমাদ বায়হাকী ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে, তিনি রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, " আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া আমানত ব্যতীত সকল গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হবে। তিনি বলেন,কিয়ামতের দিন বান্দাহকে নিয়ে আসা হবে তারপর বলা হবে তুমি তোমার আমানত আদায় করে দাও। সে বলবে হে আমার রব! কিভাবে আদায় করব দুনিয়াতো শেষ হয়ে গেছে? তারপর বলা হবে তাকে হাবিয়া দোযখের দিকে নিয়ে যাও তখন তাকে হাবিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। ইতোমধ্যে যেভাবে তার কাছে আমানত দেয়া হয়েছিল ঠিক সেরূপ করে আমানতকে আকৃতি দেয়া হবে তখন সে তা দেখে চিনতে পারবে ফলে সে আমানতের

পিছনে তা লাভ করার জন্য ধাওয়া করবে এবং নিজের দু'কাঁধের উপর আমানতকে বহন করতে থাকবে আর সে এধারণা পোষণ করবে যে, সে বের হয়ে যাবে এবং এটাকে নিজ দুকাঁধ হতে সরাতে পারবে অথচ সে এভাবে অনন্তকাল আমানতের পিছু ধাওয়া করতে থাকবে।"

আবু যর (রাঃ) এর হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন," যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে তার আমানত আদায় করে দাও, পক্ষান্তরে যে তোমার সাথে খেয়ানত করেছে তার সাথে খেয়ানত কর না।"

www.alharamainonline.org